

হাজার গানে
হৃদয়ের স্বরলিপি
তাওহীদুল ইসলাম



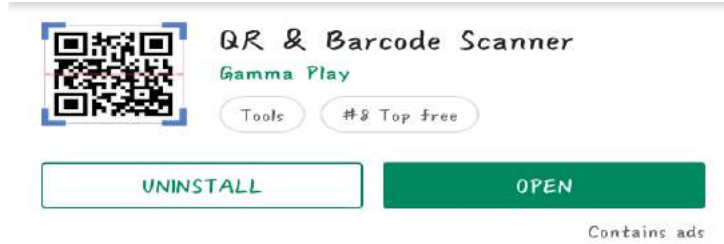
গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

কিউআর কোড নোট

‘হাজার গানে হৃদয়ের স্বরলিপি’ গ্রন্থে একটি ইউনিক ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ গানেই QR CODE তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ বই থেকে সরাসরিই ইউটিউবে গিয়ে গান শুনতে পারবেন। ডানের কালো ছবিটি একটি QR CODE। এজন্য আপনার স্মার্টফোনের ছজ ঙ্গউউ স্ক্যানার ব্যবহার করতে হবে।

QR কোড স্ক্যান করতে...

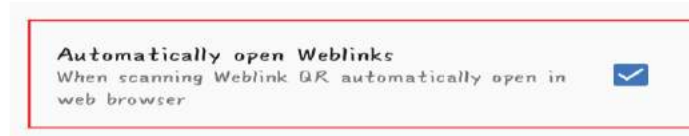
আপনার স্মার্টফোনের Play Store/App Store থেকে QR Code Scanner ইনস্টল করুন। Play Store/App Store-এর সার্চ অপশনে গিয়ে QR & Barcode Scanner লিখে সার্চ দিন। QR & Barcode Scanner ডাউনলোড করে নিন। অনেক স্মার্টফোনে QR Code Scanner বাই-ডিফল্ট দেওয়া থাকে; সেক্ষেত্রে আর নতুন করে ডাউনলোড করতে হবে না।



QR & Barcode Scanner অ্যাপটি ওপেন করে যেকোনো গানের কোডের উপর ধরুন। তখন আপনি কোডে থাকা লিঙ্কটি দেখতে পাবেন। লিঙ্কে টাচ করে ওপেন করুন।



আরও সুবিধার জন্য QR & Barcode Scanner অ্যাপ-এর Settings মেন্যুতে গিয়ে 'Automatically Opens Weblinks' অপশনটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে নিন। তাহলে আরও সহজে গান টিউন হবে।



QR Code Scanner ওপেন করতে কোনো সমস্যা হলে আপনার পরিচিত কোনো স্মার্টফোনে দক্ষ কাউকে দেখিয়ে QR Code Scanner অ্যাকটিভ করে নিন। প্রয়োজনে গার্ডিয়ান সাপোর্ট টিম-এর সহায়তা নিতে পারেন।

যোগাযোগ- (০১৬২৪৯৫৯৬৭৩, ০১৮৬ ৩৯৬১৭৫৩)

প্রকাশকের কথা

ইসলামি গান হৃদয়ের গান। মন ভালো করে দেওয়ার এই গানগুলো যেন সত্যিই হৃদয়ের স্বরলিপি। ইসলামি সংগীত মানেই বিশ্বাসী হৃদয়ে সুরের ঝংকার। বিশ্বাসের কথামালা সুরের ব্যঞ্জনায় ঝড় তোলে কোটি হৃদয়ে। সংস্কৃতির এই অনুপম ধারা সময় নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান। হাত বদল হতে হতে আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দরদের সাথে ইসলামি সংগীত জগতের আলোক মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন। এই প্রজন্মের তরুণদের দায়িত্ব সে মশালের আলো আরও প্রাজ্ঞতার সাথে জনপদের মানুষদের কাছে বিলিয়ে দেওয়া, নিকষ কালো অন্ধকার দূর করে এক আলোকিত সমাজ গড়ার ডাক দেওয়া।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে আর একুশ শতকের আজতক বাংলা ভাষায় অসাধারণ কিছু ইসলামি গানের লিরিক তৈরি হয়েছে। সম্মানিত গীতিকারদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সুরকারবৃন্দ অনেক পরিশ্রম করে সুর দিয়েছেন। খ্যাতিমান ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগীত শিল্পীবৃন্দ কণ্ঠের কারুকার্যে সে গানগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এভাবেই হাজারো গান তৈরি হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝ থেকে গানগুলো হারিয়ে যাচ্ছে; তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার এই সময়ে এটি কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। একটি গানের পেছনে অনেক মানুষের শ্রম, মেধা এবং আন্তরিকতা লুকিয়ে আছে। আমরা গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স গানগুলোকে এই প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে তুলে ধরার একটা প্রয়াস হাতে নিয়েছি। বাছাইকৃত ১০০০ ইসলামি সংগীত সংকলন করে সংগীতপ্রেমী বিশ্বাসী মানুষদের আত্মার খোড়াক জোগাতে চেষ্টা করেছি। আমরা চেয়েছি হাজারো বছর ধরে বেঁচে থাক এই গানগুলো, বেঁচে থাক গানের পেছনের মানুষগুলো।

‘হাজার গানে হৃদয়ের স্বরলিপি’ নামের এই সংকলনের বিশেষত্ব হলো— প্রায় প্রতিটি গানের সাথে কিউআর কোড (QR CODE) থাকছে। অর্থাৎ, এই গানের বইয়ের ওপর অ্যাপ্রোয়েড ফোন ধরলে QR CODE স্ক্যানারের মাধ্যমে সরাসরিই উটিউবে সেই গান টিউন হবে। আশা করছি, এই ইউনিক ফিচার আপনাদের ভালো লাগবে। পৃথিবীর কোথাও গানকে এভাবে সংকলিত করা হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। প্রতিটি গান ধরে ধরে QR CODE তৈরি করতে আমাদের প্রায় ৬ মাস পরিশ্রম করতে হয়েছে।

তরুণ উদীয়মান সংগীতশিল্পী তাওহীদুল ইসলাম ভাইকে গার্ডিয়ান পরিবারের পক্ষ থেকে অসংখ্য মোবারকবাদ। প্রায় ৩৬ বছর ধরে তিনি পরিশ্রম করে এই সংকলন প্রস্তুত করেছেন। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পরেও প্রায় ১ বছর ধরে তিনি গার্ডিয়ান অফিসে এসে পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে তুলনামূলক নিখুঁত করতে আমরা সময় নিয়েছি, অনেকের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়েছি। গার্ডিয়ান টিমকেও আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এই কাজটি নিয়ে তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে উত্তম জাজাহ দান করুন।

ইসলামি গান নিয়ে আমাদের এই আয়োজন একটু ব্যতিক্রম, একটু ভিন্ন। আশা করছি ‘আপনারা হাজার গানে হৃদয়ের স্বরলিপি’ উপভোগ করবেন। আমাদের জন্য দুআ অব্যাহত রাখবেন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

মে, ২০১৯

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা গানে ইসলামী গানের সংযোজন ছিল এক অভিনব বিস্ময়ের বিষয়। ইসলামী গান বলতে আমরা আজকের দিনে যা বুঝি, কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দিনের পূর্বে বাংলাদেশে তার কোন সুস্পষ্ট ধারা বিদ্যমান ছিল না। বাংলার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ গানকেই হারাম বলতো একসময়ে। কিংবদন্তী শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের প্রেরণায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামী গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাদের গানেই মুসলমান সমাজ জেগে উঠেছিল আপন শিল্পসত্তায়। আব্বাসউদ্দিন আহমদ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে সে সময়ের এক দৃশ্যপটের বর্ণনা দিয়েছেন সুন্দরভাবে :

‘এরপর কাজিদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লা-রসূলের গান পেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগল এক নব উন্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আঙ্গুল দিত তাদের কানে গেল— আল্লা নামের বীজ বুনেছি, নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমাদ বোল। কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল এ গান, আরো শুনল আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়। মোহররমে শুনল মর্সিয়া, শুনল ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মাদ এলো রে দুনিয়ায়। ঈদে নতুন করে শুনল, এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ, চল ঈদগাহে। ঘরে ঘরে এলো গ্রামোফোন রেকর্ড, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আল্লা-রসূলের নাম।’ (আমার শিল্পীজীবনের কথা, পৃষ্ঠা ৪৮)

নজরুল পরবর্তী দীর্ঘ পথপরিভ্রমায় তৈরি হয়েছে হাজার হাজার ইসলামী গান। অথচ ইসলামী গান নিয়ে এ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয়নি, প্রণীত হয়নি গবেষণানির্ভর কোন সংকলন। আমাদের দুর্ভাগ্য, অযত্ন অবহেলায় কালের বিবর্তনে অসংখ্য গান আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এছাড়াও রয়েছে তথ্যের অপ্রতুলতা ও বাণীর শুদ্ধতার সঙ্কট। এইসব প্রতিকূলতার মধ্যেও দায়িত্ববোধের তাড়না থেকেই এই সংকলনের প্রয়াস।

জনপ্রিয় গানের পাশাপাশি কাব্যধর্মী শিল্পোত্তীর্ণ গানগুলোকে প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ উপস্থাপন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে যে গানগুলো সুরারোপ হয়েছে বা কোন অ্যালবামে এসেছে। আগেকার অ্যালবামগুলো ছিল অডিও ফিতার, যেগুলো এখন বিলুপ্তপ্রায়। সেগুলোর তথ্য আহরণের জন্য এবং প্রচ্ছদ সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়েছি। প্রচ্ছদের গায়ে গীতিকারের নাম দেখে দেখে গানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংকলনে নবীন-প্রবীণ গীতিকারদের গানের সম্মিলন করা হয়েছে। গানগুলো বিষয়-ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে এবং পাঠক, গবেষকদের সুবিধার জন্য বইটির শেষে বর্ণানুক্রমিক সূচি দেয়া হয়েছে।

সংকলনের কাজ করতে গিয়ে সহায়ক গ্রন্থের বড় অভাব বোধ করেছি। গুণী ও প্রখ্যাত গীতিকারদের গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, ফলে অধিকাংশ গান রেকর্ড অথবা সিডি শুনে লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। এর পরেও কিছু সংকলন মনে আশার সঞ্চার করেছে যেমন—

আসকার ইবনে শাইখ সম্পাদিত “নবজীবনের গান”, মুস্তাফা জামান আব্বাসী সম্পাদিত “আব্বাসউদ্দিন আহমদের গান”, আবদুস সাত্তার সম্পাদিত “নাত যুগে যুগে”, কবি মতিউর রহমান মল্লিক সম্পাদিত “প্রত্যয়ের গান”, বিআইসি প্রকাশিত “ইসলামী গানের সংকলন”, আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত “নির্বাচিত হামদ”, “নির্বাচিত নাত”, এছাড়াও “দ্রোহ ও মুক্তির গান” সংকলনগুলো থেকে তথ্য আহরণ করেছি।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় শিল্পী তাফাজ্জল হোসাইন খান, শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর, শিল্পী মশিউর রহমান, শিল্পী গোলাম মাওলা, শিল্পী লিটন হাফিজ চৌধুরী এবং শিল্পী কামরুল ইসলাম হুমায়ূনের প্রতি যারা এই সংকলন প্রকাশে প্রভূত সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই সংকলনের গানসমূহের গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীদের প্রতি। চেষ্টা করা হয়েছে বইটি নির্ভুলভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার। যদি কোন ভুল ধরা পড়ে এবং কোনো তথ্য বাদ পড়ে থাকে— পাঠকের কাছ থেকে সেটি জানতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি বিশ্বাস করি, এই সংকলন সংগীতশিল্পী, সংগীতশিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গুণগ্রাহী সকলকেই ইসলামী গানের বিশুদ্ধ বাণী এবং তথ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হবে। ইসলামী গানের মহিমাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এই সংকলন ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

দেশের অন্যতম সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স ‘হৃদয়ের স্বরলিপি’ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

তাওহীদুল ইসলাম

ঢাকা, এপ্রিল ২০১৯

tislam011@gmail.com

সূচিপত্র

হামদ	৪০	তঁার দুহাতে নিয়ামত সম্ভার
আমি দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই ২৪	৪১	কে দিয়েছে নদীর পানি
আল্লাহ আমার প্রভু ২৪	৪১	আল্লাহ আমার রব
এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল ২৫	৪২	তুমি রহমান তুমি মেহেরবান
ফুলে পুছিনু বল ২৫	৪২	আল্লাহ আল্লাহ
জপে তোমারি নাম ২৬	৪৩	এসো না আল্লার নামে গান গাই
তুমি অনেক দিলে খোদা ২৬	৪৩	বল তো কার ইশারায়
তুমি আশা পুরাও খোদা ২৭	৪৪	সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি ২৭	৪৪	এই যে সবুজ বন বনানী
হে খোদা দয়াময় রহমান ও রহিম ২৮	৪৫	তোমার মহান নামে খুঁজি
বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার ২৮	৪৫	প্রশস্তি স্তবগান
খোদা তোমার রাহে হই কোরবান ২৯	৪৬	সারাদিন আমি
সকল তারিফ তোমার খোদা ২৯	৪৬	ও তুই একবার শুধু
তোমার দয়া আছে খোদা ৩০	৪৭	আমি তোমার মতো আপন করে
তোমার দয়ায় জাহান সারা ৩০	৪৭	আকাশে সুনীল চাঁদোয়া আঁকা
তোমার নামের তাসবিহ খোদা ৩১	৪৮	ওই পাহাড় আর গাছ গাছালি
আল্লাহ এই নামের কালাম ৩১	৪৮	ত্রিভুবনে শোর উঠেছে
আল্লাহ আল্লাহ তুমি জাল্লে জাললুহ ৩২	৪৯	হৃদয় ভরে গা আল্লারই গান
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারা ৩২	৪৯	তোমার নামে যদি গান গাওয়া হয়
তবু তোমার করুণা ৩৩	৫০	সারা জাহানের মালিক প্রভু
খোদা সন্ধ্যা-সকাল নিশি-দিবস ৩৩	৫০	তুমি ছাড়া এই পৃথিবী
সব প্রশংসা তোমার আল্লাহ ৩৪	৫১	আমার এ গান আমার এ সুর
দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো দীপ্ত সৃষ্টির জন্য ৩৪	৫১	আল্লাহ তুমি সৃষ্টিকারী
তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর ৩৫	৫২	হাসনা হেনা ফুটেছে
মাঠ ভরা ওই সবুজ দেখে ৩৫	৫২	যদি সাগরের জলকে কালি করি
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৩৬	৫৩	নিরাশাতে আশা তুমি
তনু মনে তুলবো তুমুল ৩৬	৫৩	কী বিপুল সৃষ্টি তোমার
এই দুটি চোখ দিয়েছ বলে ৩৭	৫৪	আকাশের ওই নীল উদাসী হাওয়া
যেমন তুমি দিলে জমিন ৩৭	৫৪	আল্লাহ আল্লাহ জিকির মনে
প্রশংসা সবই কেবল তোমারি ৩৮	৫৫	খুব সকালে পাখির গলে
সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে ৩৮	৫৫	কী যে নিরুপম শিল্পীত রূপে
আল্লাহর রঙে যারা রাঙা হতে চায় ৩৯	৫৬	মাওলা তোমার প্রিয় নামে
চালতা পাতার কাজ ৩৯	৫৬	হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ
শিল্পী তুমি হে রহমান ৪০	৫৭	তুমি কত সুন্দর কী করে বোঝাই

বাতাসেরা কানে কানে ৫৭	৭৫ তুমি সুন্দর তাই ওগো
আমরাও জেনে গেছি কে তুমি ৫৮	৭৬ এই ধরণী ওই নীল আসমান
এই মাটি ফুল ফল ৫৮	৭৬ মনে জাগে প্রশান্তি মোর
আধ ফালি চাঁদ ৫৯	৭৭ এমন সুন্দর পৃথিবী
সাগর-নদী আর পাহাড়-বনে ৫৯	৭৭ আর রহমান
ওই চাঁদের আলো আজ ৬০	৭৮ তোমার নামে গায় পাখিরা গান
কোন সেই শিল্পী ৬০	৭৮ পাতায় পাতায় তোমার জিকির শুনি
তোমার নামে মধুর গানে ৬১	
আল্লাহ তুমি অপরূপ ৬১	নাত
আল্লাহ তোমার স্নেহের ছায়ায় ৬২	৮০ আসিছেন হাবিব-এ খোদা
ও আকাশ কেন নীলিম তুমি ৬২	৮০ তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
শিল্পীর সেরা শিল্পী তুমি ৬৩	৮১ তৌহিদের মুর্শিদ আমার
ওই বারনাধারা বয়ে যায় ৬৩	৮১ ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ
শিরায় শিরায় রক্ত কণায় ৬৪	৮২ পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও
অসীম দিগন্তে তাকালে ৬৪	৮২ আমি যদি আরব হতাম
দীন দুনিয়ার মালিক তুমি ৬৫	৮৩ মোহাম্মদের নাম জপেছিলি
আকাশে মেঘের ভেলা ৬৫	৮৩ হেরা হতে হেলে দুলে
আল্লাহ এই নামটি নিলে ৬৬	৮৪ আল্লাকে যে পাইতে চায়
রাত্রির আকাশে জোছনা চাদর ৬৬	৮৪ সাহারাতে ফুটল রে
জোছনা ভরা চাঁদনী রাতে ৬৭	৮৫ এ কোন মধুর শরাব দিলে
পৃথিবীতে এত ভাষা নেই ৬৭	৮৫ নাম মোহাম্মদ বোল রে মন
ওই নীলিমায় বলো কে আছে ৬৮	৮৬ মোহাম্মদ নাম যতই জপি
এই পৃথিবী ওই আকাশের ৬৮	৮৬ ইসলামের ওই সওদা লয়ে
তোমারই তারিফ করি শুধু আমি ৬৯	৮৭ মোহাম্মদের নামের ধ্যান
আমার মালিক বিশ্বপালক ৬৯	৮৭ দূর আরবের স্বপন দেখি
দীন দুনিয়ার বাদশা তুমি ৭০	৮৮ আয় মরুপারের হাওয়া
আল্লাহ তুমি সৃষ্টিকারী ৭০	৮৮ নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমি মেঘমুক্ত আকাশ ৭১	৮৯ ইয়া নবি সালাম আলাইকা
কান পেতে শুনেছি ৭১	৮৯ ওগো মদিনা মনোয়ারা
তোমার নামে আমি কত গান গাই ৭২	৯০ রসূল নামে
আমার এই কণ্ঠের যতটুকু সুর ৭২	৯০ ওগো নুর নবি হজরত
ধন্য হলো এই ধরণী ৭৩	৯১ জাগলে আঁধার রাতের ভালে
সৃষ্টি তোমার কী যে অপরূপ ৭৩	৯১ তুমি সুন্দর- সুন্দরতম
আল্লাহ সুমহান ৭৪	৯২ খোদার পিয়ারা হাবিব তোমার পরে
যদি পৃথিবীর সব জল ৭৪	৯২ তোমার মতো দয়াল বন্ধু
এই ধরণী ওই যে গগন ৭৫	৯৩ মা আমিনার কোলে এলেন

আকাশ হতে চাঁদ নেমেছে	৯৩	১১২	রাসূল ফুলের সুরভীতে
ঘুমিয়ে আছ রাসূল আমার	৯৪	১১৩	সালাম সালাম হাজার সালাম
মোহাম্মদ মোস্তফা আল আরাবি	৯৪	১১৩	তুমি আছ হৃদয়ের গভীরে
মনে বড় আশা ছিল	৯৫	১১৪	আঁখির আড়াল হলে
দুখের দিনের দরদি মোর	৯৫	১১৪	প্রেমের ফল্লুধারা
নবি মোর পরশ মনি	৯৬	১১৫	আল আরাবি কামলিওয়ালা
মন ভোমরা মজলি না তুই	৯৬	১১৫	আমার মন শুধুই কাঁদে হায়
পাখি তুই কখন এসে বলে গেলি	৯৭	১১৬	গভীর রাতে জানালাতে
কুল মখলুকাতের জ্বলমত ভেদি	৯৭	১১৬	সালাম তোমাকে হাজারো সালাম
বালাগাল উলা বি কামালিহি	৯৮	১১৭	রাসূল তুমি যে আমার
আমার অন্তরেতে জাগিয়ে রাখি	৯৮	১১৭	ফুলের মতো ফুল হতে চাই
সময় ডুবু ডুবু	৯৯	১১৮	সাগরের সাথে যদি খুঁজি উপমা
মারহাবা সৈয়দে মক্কি মদনি	৯৯	১১৮	ওগো রাসূল প্রিয় রাসূল
আয় কে যাবি সঙ্গে আমার	১০০	১১৯	জানে তো জানে ফেরেশতারা
রাসূল আমার ভালোবাসা	১০০	১১৯	নাও বাঁধিস না
বাংলাদেশের প্রাপ্ত হতে	১০১	১২০	দূর আরবের মরুর বুকে
এলো কে কাবার ধারে	১০১	১২০	ওই দেখা যায় মসজিদে নববি
সে কোন বন্ধু বলো বেশি বিশ্বস্ত	১০২	১২১	কতো দূর ওই মদিনার পথ
ওগো ও কামলিওয়ালা	১০৩	১২১	চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি
তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি	১০৩	১২২	সাইয়েদুল মুরসালিন
তলাআল বাদরু আলাইনা	১০৪	১২২	বনের পশু চিনলো যারে
তিনি নন তো শুধু আরবের	১০৪	১২৩	ও কামলিওয়ালা
আমি তো আমার চেয়ে তোমাকে	১০৫	১২৩	মোহাম্মদ এই একটি নামে
যার এতায়াত করলে জীবন	১০৫	১২৪	মন কেনো আজ যায় ছুটে
কারোর কাছে চাননি কিছু	১০৬	১২৪	উষর মরুর ধূসর বুকে
যে ফুল যুগ যুগান্তরে খুশবু ছড়ায়	১০৬	১২৫	তুমি এলে তাই উঠল হেসে
হে রাসূল বুঝি না আমি	১০৭	১২৫	হে রাসূল তুমি জান্নাতি ফুল
তুমি রহমতে আলম	১০৭	১২৬	তুমি জাগরণে থেকো শয়নে
বলতে শুনি নাম মুখে মুখে	১০৮	১২৬	O Prophet Muhammad
ইয়া রাসূল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ	১০৮	১২৭	হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা
শোনো যার উসিলায় আমরা সবাই	১০৯	১২৭	তোমারে কি ভুলে থাকা যায়
স্বপনে মননে	১০৯	১২৮	রাতটা যখন নিবুন্ম হয়
এখনো তুই কেন রে মিছে	১১০	১২৮	রাসূল তুমি আলোক শিখা
ঘুমিয়ে আছ এই মাটিতে	১১০	১২৯	অপরূপ সুন্দর পূর্ণিমা চাঁদ
ও বন্ধুরে ও বন্ধুরে	১১১	১২৯	মরুর বুকে ফুটল যেদিন
লক্ষ চাঁদের আলো নিয়ে	১১১	১৩০	যাকে আমি বেশি ভালোবাসি
দুনিয়াবাসীর জন্য	১১২	১৩০	মরু মাঠে যে ছেলেটি চড়াতেন মেঘ

শুভ্র কবুতর যা রে উড়ে	১৩১	১৪৯	ওগো মাবুদ তুমি ছাড়া
কালা কোকিল রে কার নামে তুই	১৩১	১৫০	তোমার হক আদায় করার
ওগো নবি দোজাহানের	১৩২	১৫০	আমার মনের সাধ যা কিছু
এলে যেদিন ওগো তুমি	১৩২	১৫১	দে পানাহ দে ইয়া এলাহি
পূর্ণিমারই চাঁদ নামিল	১৩৩	১৫১	ভুবন ভরা যে তোমার নামেতে
খোদার হাবিব রাসূল তুমি	১৩৩	১৫২	দাও ফিরিয়ে দাও হে-খোদা
মনের মাঝে একটাই স্বপ্ন	১৩৪	১৫২	দাও ফিরিয়ে দাও খোদা
আমি কুরআনের সুর মাঝে	১৩৪	১৫৩	দূর মদিনার খোশবু নিয়ে
মনটা যদি হইতো পুবাল হাওয়া	১৩৫	১৫৩	আমার কণ্ঠে এমন সুধা
পৃথিবী যখন ঘোর আঁধারে	১৩৫	১৫৪	নিজেকে চেনার তুমি
যার আগমনে বনে বনে	১৩৬	১৫৪	হে খোদা মোর হৃদয় হতে
হাজার ব্যথা বেদনার পরে	১৩৬	১৫৫	এই গুনাহগার প্রভু
সুন্নাত	১৩৭	১৫৫	হাত পেতেছে এই গোনাহগার
বিধায়ক আলোক তুমি	১৩৭	১৫৬	ধৈর্যধারণ করার শক্তি
তোমাকে নিয়ে আমি সার্থক কোনো গান	১৩৮	১৫৬	যখন পথের দিশা দিয়েছ খোদা
কে এলো রে মরু আরবে	১৩৮	১৫৭	হে করুণার আধার খোদা
শুধু একজনকে ভালোবাসলেই	১৩৯	১৫৭	দ্বীন কায়েমের পথে চলার
দুখের বাণে বিদ্ধ হলাম	১৩৯	১৫৮	আকাশের মতো করো
রাসূল আমার কামলিওয়ালা	১৪০	১৫৮	সুন্দর করো
ওগো ও নুর নবি হজরত	১৪০	১৫৯	সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে
তোমার আগমনে ত্রিভুবনে	১৪১	১৫৯	যেন আল্লাহ নামে গাইতে পারি
বালাগাল উলা বি কামালিহি	১৪১	১৬০	আমি গোনাহগার চাহি করুণা
আমায় কেন করলে না গো	১৪২	১৬০	আমাদের খালি হাত ভরে দাও রব
তুমি যদি কভু	১৪২	১৬১	আমাদের এক করে দাও
অগণন সৃষ্টির ভিড়ে	১৪৩	১৬১	কী নিয়ে দাঁড়াবো আমি
প্রথম যেদিন জেনেছি তোমার নাম	১৪৩	১৬২	আমাকে মানুষ কেন বানাতে তুমি
তুমি এক শীতল সাগর	১৪৪	১৬২	অন্তরে অন্তরে তোমার বীণার সুরে
মরু-বিয়াবানে	১৪৪	১৬৩	হে রহমান হে দয়াবান
হে রাসূল আমার	১৪৫	১৬৩	খোদা তোমার নামেরই গান
আঁধারের বুক চিরে	১৪৫	১৬৪	পৃথিবী না জানুক আমি তো জানি
দ্বাদশী পূর্ণিমার জোছনা নিয়ে	১৪৬	১৬৪	ভুল যদি করে থাকি
মুহাম্মাদুন	১৪৬	১৬৫	পৃথিবীর হাজারো কাজের ভিড়ে
		১৬৫	আমি যদি কোনো দিন
মুনাজাত		১৬৬	তুমি মাফ করে দাও প্রভু
খোদা এই গরিবের শোনো	১৪৮	১৬৬	খোদা আমাকে তুমি
শোন শোন, ইয়া ইলাহি	১৪৮	১৬৭	তোমার সুনীল আকাশ থেকে
রোজ হাশরে আল্লাহ আমার	১৪৯	১৬৭	যখন আমার কেউ থাকে না

খোদা তুমি দয়া কর	১৬৮	১৮৭	আমার দেশের মতন
হাজার লোকের ভিড়ে	১৬৮	১৮৭	পলাশ ঢাকা কোকিল ডাকা
বৃষ্টি ঝরাও মনের কোণে	১৬৯	১৮৮	আমি বাংলায় গান গাই
আমি হতে চাই	১৬৯	১৮৯	এই পদ্মা এই মেঘনা
আমায় এমন হৃদয় দাও প্রভু	১৭০	১৮৯	একবার যেতে দে না
ওগো রাব্বুল আলামিন	১৭০	১৯০	যদি আমাকে জানতে সাধ হয়
যদি জীবন চলার পথে	১৭১	১৯০	আল্লাহ এই দেশ তোমারই দান
খুব সকালে তোমার কাছে	১৭১	১৯১	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
প্রভু তুমি দয়া করো	১৭২	১৯১	পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
মালিক তুমি জান্নাতে	১৭২	১৯২	মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব
বিপদে মুসিবতে	১৭৩	১৯২	আমার দেশের মাটির গন্ধে
কাফনের কাপড়টাকে	১৭৩	১৯৩	প্রতিদিন তোমায় দেখি
আল্লাহ তোমার কাছে	১৭৪	১৯৩	সূর্যোদয়ে তুমি
জান্নাত লিখে দিও নসিবে আমার	১৭৪	১৯৪	মাগো ভাবনা কেন
প্রভু- তারার হরফ দিয়ে	১৭৫	১৯৪	রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি
এ চোখের এক ফোঁটা অশ্রু যদি	১৭৫	১৯৫	আমার মায়ের সোনার নোলক
চাইবো না জান্নাত	১৭৬	১৯৫	যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে
হে গুনাহ গোপনকারী	১৭৬	১৯৬	সব কটা জানালা খুলে দাও না
আল্লাহ তোমার নুরের দেখা	১৭৭	১৯৬	একটি বাংলাদেশ
গভীর রজনী জেগে	১৭৭	১৯৭	বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
অমলিন বিশ্বাসে ডাকি	১৭৮	১৯৭	সাঁঝের বেলা পাখি ফিরে নীড়ে তাই
এই দুচোখে দৃষ্টি না থাক	১৭৮	১৯৮	আজকে দেশের সব শত্রুকে
চলার পথে	১৭৯	১৯৮	আমার গাঁ
মেহেরবান তুমি মেহেরবান	১৭৯	১৯৯	এদেশ খান জাহানের
গুনাহর বোঝা মাথায় নিয়ে	১৮০	১৯৯	সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে
রাহীম আমার বিপদে	১৮০	২০০	বিজয়ের দিন হোক শপথের দিন
আমার জীবন তোমার রঙে	১৮১	২০০	সবুজ আদর দিয়ে গড়া
		২০১	শাহজালালের পুণ্যভূমি
		২০১	অশ্রুসজল নয়ন আমার
দেশের গান		২০২	ভাটির দেশে জন্ম আমার
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে	১৮৩	২০২	আমার দেশের বৃষ্টি ভেজা তাল
ধনধান্য পুষ্পভরা	১৮৩	২০৩	এই দেশ এ আমার সোঁদা সোঁদা মাটি
হায় রে আমার মন মাতানো দেশ	১৮৪	২০৩	ওরে দেশের ভাই
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	১৮৪	২০৪	এই তো সে দেশ
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা	১৮৫	২০৪	এ আমার হৃদয় ভরা
সকল দেশের চেয়ে সেরা	১৮৬	২০৫	রাখালিয়া বাঁশি
সোনা সোনা সোনা	১৮৬	২০৫	ওগো মোর জন্মভূমি

এমন এক মাটি কোথা পাই ২০৬	২২৭ মোদের গরব মোদের আশা
তোমাদের কাছে এসেছি ২০৬	২২৭ ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
ষড় ঋতুর এই দেশে ২০৭	২২৮ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন
এই ঘন সবুজ প্রকৃতির দেশ ২০৭	২২৮ কত ভাষা আছে সারা দুনিয়ায়
তোমার ভালোবাসা ২০৮	২২৯ বাংলা ভাষার নাম
বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল কুঞ্জে ২০৮	২২৯ ভাষার জন্যে করেছি লড়াই
যেখানে আমার মনের নোঙর ২০৯	২৩০ পলাশ ফুলের রং কেন লাল
চলো না যাই ২০৯	২৩০ একুশ আমার একুশ তোমার
এই ওলি-আল্লাহর বাংলাদেশ ২১০	২৩১ মাগো তোমার ডাকে
এই আমাদের জন্মভূমি ২১০	২৩১ সোনালি হরফে লেখা বর্ণমালা
সবুজ যেথা বন বনানী ২১১	২৩২ ভাষার কদর বুঝবি যদি
দেশটা আমার রক্তে কেনা ২১১	২৩২ সালাম লিখেছে মা
আহা এই যদি হয় ২১২	
আর যদি কোনো গান ২১২	সম্পর্ক
যতদূর চোখ যায় সবুজ শেষে ২১৩	২৩৪ মধুর আমার মায়ের হাসি
সোনা সোনা রোদ ২১৩	২৩৪ মায়ের মতো আপন কেহ নাই রে
আর কোনো পলাশী নয় ২১৪	২৩৫ মায়ের একধার দুধের দাম
বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে ২১৪	২৩৫ একটা চাঁদ ছাড়া রাত
বাংলাদেশের মতো এমনি আপন ২১৫	২৩৬ আমারই মা মা জননী
এই দেশের জন্য যদি করতে হয় ২১৫	২৩৬ আমার মায়ের কথা শুধু মনে পড়ে
কখনো যদি কেউ জানতে চায় ২১৬	২৩৭ মায়ের জন্য ফেরদৌস আমি চাই
আমায় এমন এক গাঁয়ে নিয়ে চল ২১৬	২৩৭ ওগো মা তুমি
ধানের খেতে সবুজ জলের ঢেউ ২১৭	২৩৮ তুমি শুনেছ কি জানি না
ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি ২১৭	২৩৮ আজ খুব পড়ছে মনে মাকে
লাল সবুজের এই পতাকা ২১৮	২৩৯ এই সেই ঘর এই সেই খাট
গল্পকথার মাধুরী নিয়ে ২১৯	২৩৯ জনম জনম ধরে
সবুজ দিগন্তে ভরা এই দেশ ২১৯	২৪০ যার মা আছে
লক্ষ প্রাণের দামে ২২০	২৪১ হাজার দুঃখ তাপে কষ্ট অভিষাপে
একটি বিজয় ২২০	২৪১ মায়ের মতো এমন আপন
মনকে বলেছি মন পাখি হয়ে যাও ২২১	২৪২ মা তোমার মুখের হাসি
	২৪২ বলতে পারো ভুবন মাঝে
ভাষার গান	২৪৩ চোখের কোনায় জল এসে
সালাম সালাম হাজার সালাম ২২৩	২৪৩ মা যে দশ মাস
ও আমার মাতৃভাষা বাংলাভাষা ২২৩	২৪৪ মাকে ভালোবাসি আমি
ডালে ডালে পাখির বাসা ২২৪	২৪৪ খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে
মধুর চেয়ে মধুর ২২৪	২৪৫ যার স্নেহের কোনো তুলনা নাই
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২২৫	২৪৫ পৃথিবীতে ভালোবাসার
ওরা আমার মুখের ভাষা কাঁইড়া নিতে চায় ২২৬	২৪৬ একটি মানুষ আজও আমার